দৈনিক ইত্তেফাক
28-08-09

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য সেবার সুষম বণ্টন

ড. এম আজিজুর রহমান

সংকীর্ণ অর্থে সেবামূলক কর্মকাণ্ড বলতে কাজকর্ম, চাকরি, সেবক বা কর্মচারী বা অধঃস্তন কর্মচারী কর্তৃক প্রদেয় কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে সেবামূলক কর্মকাণ্ড ও এর পরিধিও অনেক বিস্তৃত। যেমন-মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা পূরণের সংশ্লিষ্টতা হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নামক মৌলিক চাহিদাগুলো ব্যাপক অর্থে সেবামূলক কর্মকাণ্ড। শুধু চাকরি বা চাকরি থেকে দায়-দায়িত্ব পালন সেবামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়। দেশ ও দশ এবং জনগণের সুস্বাস্থ্য গঠন, স্বাস্থ্য রক্ষা করার মত মৌলিক চাহিদা কীভাবে পূরণ করা যায় তা কর্মস্থল, কর্ম পরিধি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল এবং এগুলোর সুষ্ঠু পরিকল্পনা সবকিছু মিলিয়েই হয় স্বাস্থ্যখাতজনিত সেবামূলক কর্মকাণ্ড। জনগণের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য গঠন, উন্নয়ন ও তা রক্ষা করা মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বাস্থ্য সেবাখাত-এর কর্মকাণ্ড আকৃতি, প্রকৃতি একেক দেশে একেক রকম হয়ে থাকে। যেমন-কল্যাণমুখী রাষ্ট্রগুলোর জনসংখ্যা ও এর ঘনত্ব কম হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যসেবার দায়-দায়িত্ব প্রায় পুরোটাই সরকার বহন করতে পারে বা করে থাকে। কম বসতিপূর্ণ দেশ যেমন- সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ডের মত দেশগুলোতে সেবাখাতের দায়-দায়িত্ব পুরোটাই প্রায় এসব দেশের সরকার বহন করে। জনবহুল দেশ যেমন-আমেরিকা, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের সরকারের পক্ষে একাই এ গুরুদায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। জনসংখ্যার দিক থেকে বড় বড় দেশের স্বাস্থ্যখাতকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সেবাদানে সরকার বেসরকারি খাতকে আহ্বান করতে বাধ্য হয়।

ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষাখাতের মত স্বাস্থ্য সেবাখাত খুব একটা লাভজনক নয়। এসব খাতে বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসতে সংকোচ বোধ করে। আবার বড় বড় দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর সবাইকে সমানভাবে সেবা প্রদান করতে সরকারি বাজেটে সংকুলান হয় না। সরকারি হাতছানিতে সাড়া দিয়ে কিছু বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা স্বাস্থ্য সেবাখাতে অংশগ্রহণ করে। ঐতিহাসিকভাবে একটা অপসংস্কৃতি প্রচলিত আছে যে স্বাস্থ্য সেবাখাত লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। যারা বিনা ফি বা নামমাত্র ফি নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দান করে যাবে এটাও বাস্তবে কাম্য নয়। প্রথমত, বাস্তবে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবাখাত অলাভজনক নয়। অলাভজনক হলে বেসরকারি খাত স্বাস্থ্যসেবাখাতে এগিয়ে আসবে না। মোটকথা লাভের পরিমাণ কম হলেও বেসরকারি সংস্থা লাভের আশায় স্বাস্থ্যসেবা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ত, বাস্তবে প্রতিটি বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতকে প্রতি বছর সরকারকে আইনগতভাবে আয়কর প্রদান করতে হয়। তাহলে প্রসঙ্গ হলো কিভাবে স্বাস্থ্যখাত, হাসপাতাল ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের সুষম বণ্টন করা যাবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক আয়-উন্নতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় বৈষয়িক ও আর্থিক ক্ষমতা সবার সমান নয়। কেউ বিনামূল্যে চিকিৎসা চাইবে, আবার কেউ সাশ্রয়ী খরচে চিকিৎসা সুবিধা পেতে চাইবে। আবার সচ্ছল পরিবারের ব্যক্তিবর্গ বাজার মূল্যে হলেও ভালো চিকিৎসা পেতে আগ্রহী হবে। তাহলে স্বাস্থ্য সেবাখাতে সুষম বণ্টন কিভাবে হতে পারে। প্রথমত, আমাদের নিরূপণ করতে হবে রোগীরা অর্থনৈতিকভাবে কী ধরনের পরিবার থেকে আসছে। যেমন-সচ্ছল, অর্ধসচ্ছল ও অসচ্ছল।

turn form পূরণ করতে হবে। সার্বিকভাবে এ গুরুদায়িত্বটি পালন করবে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ও বিশেষ করে National Board of Revenue (N.B.R)। তাতে একদিকে সুবিধা হবে সরকারের Tax revenue income বেড়ে যাবে অন্যদিকে সচ্ছল, অর্ধসচ্ছল ও অসচ্ছল পরিবারকে চিহ্নিত করা যাবে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নামক মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ সাপেক্ষে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সুপরিকল্পিতভাবে কর্মকাণ্ডগুলোর প্রয়োগ সম্ভব হবে। বিশেষ করে আয়ের বণ্টন, বিভাজন, বিতরণ ও পরিবেশন সম্পৃক্ত বিলি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা খুব সহজ হয়ে আসবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতসহ বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড সরকারি, বেসরকারিখাতের হাসপাতাল সুবিধাদি, বিলি বন্দোবস্ত, বিন্যাস ও পরিবেশন পদ্ধতি ধীরগতিতে হলেও আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। তৃতীয়ত, অসচ্ছল পরিবারের সদস্যবৃন্দ বিনা খরচে চিকিৎসা সুবিধা অর্জনে সরকারি ও সামাজিক স্বীকৃতিস্বরূপ একটি করে সবুজ কার্ড পাবে যা অসুস্থ অবস্থায় সঙ্গে নিয়ে সরকারি-বেসরকারি যে কোন হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা তারা পেয়ে থাকবে।

সবাই বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পাবে তা বাস্তবসম্মত নয়। প্রথমত, সচ্ছল পরিবারের সদস্যবৃন্দ সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে তাদেরকে বাজারমূল্য চিকিৎসা সুবিধা পেতে হবে। দ্বিতীয়ত, অর্ধসচ্ছল পরিবারের সদস্যবৃন্দ সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা সুবিধা লাভ করবে। তবে এখানে কথা থাকে যে, বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ সরকারি হাসপাতালের চেয়ে একটু বেশি হতেই পারে। তৃতীয়ত, অসচ্ছল পরিবারের সদস্যবৃন্দ তাদের সবুজ কার্ড হাতে করে সরকারী-বেসরকারি যে কোন হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা ভোগ করবে। চতুর্থত, বেসরকারি হাসপাতাল আয়কর প্রদান করবে যা সরকারি হাসপাতাল করবে না। পঞ্চমত, সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের হাসপাতালে জরুরি বিভাগ থাকবে এবং জরুরিভাবে উপস্থিত যে কোন রোগীকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতালগুলো বাধ্য থাকবে। ষষ্ঠমত, সবুজ কার্ডধারী একটি রোগীকে মানবিক কারণে সরকারি-বেসরকারি উভয় হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা করবে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধির সুষম বণ্টন এবং দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদির সংশ্লিষ্টতাস্বরূপ শিক্ষা ও সেবা খাতের সুষম বণ্টন নিরূপণ করতে বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন, প্রয়োগ ও যাচাই-বাছাই করা খুবই জরুরি। বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজের জন্যে যা গ্রহণযোগ্য তাই হবে আমাদের শিক্ষা ও সেবাখাত এবং স্বাস্থ্য সেবাখাতের সুষম বণ্টনের নিয়মনীতি।

[লেখক: ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনির্ভাসিটি ।]